সংবাদ

তারিখ 2 4 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ইংরেজি মাধ্যম ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের রেজিস্ট্রেশন

দেশের প্রায় ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার গত সোমবার বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা-২০০৭ নাম দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন (স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরি অর্ডার, এসআরও) জারি করেছে। একই সঙ্গে বেসরকারি স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা-১৯৯৯ বাতিল করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর বেতন ও ফি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, তহবিল, আয়-ব্যয়ের হিসাব, পাঠ্যবইসহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

রাজধানীসহ সারাদেশে এ ধরনের কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সঠিক হিসাব শিক্ষা কর্তৃপক্ষের জানা নেই। একটি ইংরেজি দৈনিক থেকে জানা গেল এদের সংখ্যা ১৭ হাজারের মতো। সরকারিভাবে প্রায় ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল আছে বলে দাবি করা হয়। ১৯৯৫ সালের পর থেকে সরকার এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো একটি নীতিমালার আওতায় আনার জন্য বারবার উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের আমলে এ সংক্রান্ত তিনটি খসড়া হলেও শেষমেশ তা প্রভাবশালীদের চাপের মুখে ঝুলে যায়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। নিবন্ধন বিধিমালার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো একটি কাঠামোর মধ্যে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ধারণা করা হচ্ছিল অতিমাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণ এবং অভিভাবকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত টিউশন ফি আদায় বন্ধ করার জন্য টিউশন ফির একটা উচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। বিভিন্নভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ডোনেশন আদায় নিষিদ্ধ করা হবে; কিন্তু তা করা হয়নি। বলা হয়েছে, শিক্ষার মান এবং অবকাঠামোর কথা বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি নির্ধারণ করতে পারবে। অর্থাৎ ইচ্ছামতো টিউশন ফি নির্ধারণের ক্ষমতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর থেকেই গেল।

এসআরওতে বলা হয়েছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বেসরকারি স্কুলে ১১ সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। এ কমিটি শিক্ষকদের বেতন ও শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নির্ধারণ করবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা কমিটির আটজনই থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক মনোনীত। এছাড়া একজন করে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি থাকবেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ হবেন কমিটির সদস্য সচিব। অতএব, স্কুলের সব ধরনের ব্যবস্থাপনায় মালিকের প্রাধান্য থাকবে। ফলে অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ থেকেই যাবে। অভিযোগ করা হচ্ছে, সরকারের প্রজ্ঞাপিত নীতিমালায় মালিক বা উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং ইচ্ছামতো নিয়মকানুন করার অধিকার অব্যাহত থাকল।

সম্প্রতি কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। শিক্ষার মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধের দাবি করছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো চালানোর প্রধান উদ্দেশ্য লাভজনক ব্যবসা। শিক্ষানুরাগের ওপরে স্থান পায় মুনাফা। সরকারের সর্বশেষ এসআরও এ অবস্থা বদলাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।